গোরক্ষা
এক আন্দোলন

গোরক্ষায় রাষ্ট্র রক্ষা, গো-আধারিত কৃষি, গো-সংস্কৃতি,রোগে গোময় দ্বারা উপচার, গোমাংস ভক্ষণে ভীষণ পরিণাম, গো মাংসের সরকারী সহযোগ, গোহত্যায় তান্ডব কেমন প্রকার ?

✲ এই দেশে গোহত্যা চলতে পারে না। গো-হত্যা হতে থাকলে তবে দেশে বিদ্রোহ হবে।

✲ ভারতীয় সংবিধানের প্রথম ধারায় সম্পূর্ণ গোহত্যা নিষেধ হওয়া দরকার।

✲ যদি সংসারে হিন্দুত্ব পরিচয়ে বাঁচতে চাও তবে সর্বপ্রথম প্রাণপণে আমাদের গোরক্ষা করতে হবে।

✲ ও সরকারের গোহত্যা নীতির কঠোর বিরোধ করা দরকার আর ভোট তাদেরই দেওয়া দরকার যারা দেশে পূর্ণরূপে গোহত্যা বন্ধ করার প্রতিজ্ঞা নেয়।

সংস্কৃতি রক্ষক সঙ্ঘের সেবা আয়োজন

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরোধ

কসাইখানার বিরোধে ধরনা

গো-রক্ষা জাগৃতি যাত্রা

ছাত্র যোগ-শিবির

বিদ্যার্থী উৎকর্ষ কেন্দ্র

সৎসঙ্গ-ভাণ্ডারা

যুবা জাগৃতি অভিযান

যোগ-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

আরোগ্য শিবির

গাই এর সুরক্ষা, সর্বস্বের রক্ষা

জন্মদাত্রী মা তো কেবল শিশু–অবস্থাতেই স্তন পান করান কিন্তু গোমাতা তো আজীবন আমাদের দুধ–দই–মাখন আদি দ্বারা পোষিত করে চলেছে। তার উপকার কি কখনো–শোধ করা যায় ? তার এই সুন্দর উপহার সকল দ্বারা সে সারা জীবন আমাদের উপকার করে। তবুও গোমাতার উপযোগিতা থেকে অনভিজ্ঞ হয়ে সরকারের ভুল নীতির কারণে তথা কেবলমাত্র ওদের পালন–পোষণের খরচ বহন না করার অছিলায় ওদের কসাইখানায় পাঠানো বিকাশের কোন নিয়ম ? গো–মাতার প্রতি কি আমাদের কোন কর্তব্য নেই ?

গাবো বিশ্বস্য মাতরঃ

এশিয়ার সবথেকে বড় কসাইখানা ভারতে !!!

যুগ যুগ ধরে অহিংসার পূজারী ভারতবর্ষ আজ হিংসক আর মুখ্য মাংস–রপ্তানিকর দেশের রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। হিন্দুবহুল সমাজ হওয়া সত্ত্বেও গোবংশের হত্যা হয়ে চলেছে। এটা বড় বিড়ম্বনা যে এশিয়ার সব থেকে বড় কসাইখানা 'দেবনার', অন্য কোন ইসলামিক দেশে নয় বরঞ্চ ভারতের মহারাষ্ট্র প্রান্তে অবস্থিত, যেখানে হাজারো গাই রোজ কাটা হয়। দ্বিতীয় অল–কবীর কসাইখানা অন্ধ্রপ্রদেশে স্থিত। এখানকার হাজার–হাজার টন মাংস বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

পূজ্য গোমাতার সাথে এমন নির্দয়তা !

আপনারা কি জানেন যে গোমাতার আপনারা পূজা করেন, তাকে কেমন নির্দয়তাপূর্বক হত্যা করা হয় ?

কসাইখানায় গাইদের মৃত্যুর জন্য কুয়োতে ৪ দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত রাখা হয়। দুর্বল হয়ে পড়ে গেলে টেনে মেশিনের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদের মেরে মেরে দাঁড় করানো হয়। মেশিনের একটি পুলি (ধরার যন্ত্র) গাই এর পিছনের পাকে আটকে ধরে, তারপর ফুটন্ত গরম জল পাঁচ মিনিট পর্যন্ত তার ওপর ফেলা হয়। পুলি পেছনের পাকে ওপরে উঠিয়ে নেয়। এতে গাই উল্টো হয়ে ঝুলতে থাকে। তারপর এই গাইদের গলা অর্ধেক কাটা হয় যাতে রক্ত বেরিয়ে আসে এবং গাই না মরে। সাথে সাথে গাই এর পেটে একটি ফুটো করা হয় এবং তাতে হাওয়া ভরা হয়, যাতে গাই এর শরীর ফুলে যায়। তখনই চামড়া খোলার কাজ হয়। গর্ভবতী পশুর পেট চিরে জ্যান্ত বাচ্চা বাইরে বের করা হয়। তার নরম চামড়া (কাফ-লেদার) অনেক দামে বিক্রি করা হয়। আজ সারা দেশে বৈধ তথা অবৈধরূপে হাজার-হাজার কসাইখানা চলছে, যেখানে প্রতিদিন লাখের সংখ্যায় পশুধন কাটা হয়।

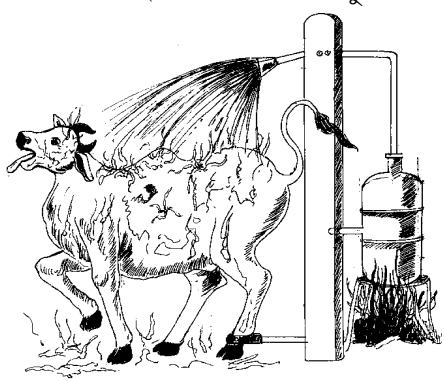

গোহত্যার পরিণাম ভুগতে হবে

গাই মরে গেলে বাঁচবে কে ? গাই থাকলে মরবে কে ?

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বৈজ্ঞানিক ডা. মদনমোহন বাজাজ, ডা. আব্রাহাম তথা অন্য বৈজ্ঞানিক ডা. বিজয় রাজ তাদের অনুসন্ধানে প্রমাণ করেছেন যে ''পৃথিবীতে ভূমিকম্প আর সুনামীর ন্যায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জেগে ওঠা অধিকাংশতঃ ঈ.পী তরঙ্গের কারণেই হয়। গাই এবং অন্য প্রাণীদের হত্যা করার সময় উৎপন্ন দারুণ বেদনা এবং চীৎকারে এই তরঙ্গ নির্গত হয়।'' মৃত্যু পথযাত্রী গাইদের চীৎকারে যাকে পৃথিবীর রক্ষাকবচ বলা হয় সেই ওজোন স্তরে ২কোটি ৭০লাখ বর্গ কিলোমিটারের ছিদ্র হয়ে গেছে। যদি গাইদের হত্যা এই প্রকারেই চলতে থাকে তবে ২০২০ সালের মধ্যে প্রলয়ের সম্ভাবনা নিশ্চিৎ। পশুহত্যার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ত বেড়েই চলেছে।

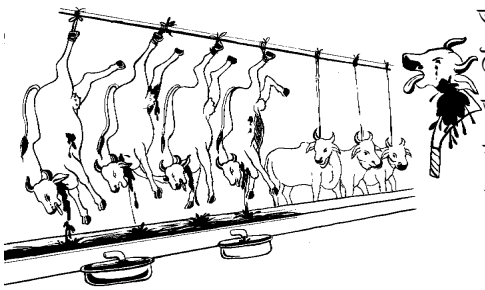

আপনারা কি জানেন ?

দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় ছিল – ৯০ কোটী গোধন
২০০০ সালে ছিল – ১০ কোটী
২০১০ সালে শেষ রইল – প্রায় ১ কোটী।

গোমাতা চরাচর জগতের মাতা। এদের রক্ষা করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। **অথর্ববেদে আছে : গোহত্যাকারীদের কাঁচের গুলি মেরে শেষ করো।** তাই, হে ভারতবাসী ! জাগো আর গোবংশের

হত্যা বন্ধ করার জন্য এগিয়ে এসো। গোমাতা ধরণীর গৌরব।

ভারতের ৪০ কোটী একর ভূমির কৃষি তথা ছোট-বড় ভূখন্ডের অনুকূল কৃষিকার্য গোবংশই করতে পারে। গাই থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন পদার্থ হতে বিভিন্ন উৎপাদন বানানো হয় যা মানব-জীবনের ক্ষেত্রে অতি আবশ্যক।

গাই ধরিত্রীর বরদান, যার মহিমা মহান

✻ গোমাতার দর্শন এবং গাই এর খুরের ধুলো মস্তকে লাগানোয় ভাগ্যের রেখা বদলে যায়। ঘরে সুখ-সমৃদ্ধি এবং শান্তি বজায় থাকে।

✻ যেখানে গাই থাকে সেই স্থানকে তীর্থভূমি বলা হয়। এমন ভূমিতে যে মনুষ্যের মৃত্যু হয় তার তৎকাল সদ্‌গতি হয়ে যায়, এটা নিশ্চিত। **– (ব্রহ্মবৈর্বতপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখন্ড : ২১.৯১-৯৩)**

✻ গোগ্রাস দিলে তথা গাই এর পরিক্রমা করলে মনোকামনা সিদ্ধ হয়। ধন-সম্পদ স্থির থাকে তথা অভীষ্টের প্রাপ্তি হয়।

✻ গাইয়ের শরীরে সপ্রেম হাত বোলালে গ্রহ বাধা, পীড়া, কষ্ট আদি দূর হয়।

✻ গাইয়ের শরীরের রোম-রোম থেকে গুগলের ন্যায় পবিত্র সুগন্ধ আসে। ওদের শরীর থেকে অনেক প্রকারের বায়ু নির্গত হয় যা বাতাবরণকে জীবাণুমুক্ত করে পবিত্র বানায়।

।। যজ্ঞে জীবনরক্ষা ।।

দেশী গাই এর গোবরের ঘুটের ওপর ঘৃত, যব, তিল, চাল আর মিশ্রি অথবা চিনি মিশিয়ে হোম করা হলে মহত্ত্বপূর্ণ বায়ু উৎপন্ন হয়। এদের মধ্যে একটি প্রোপিলীন অক্সাইড গ্যাস বর্ষা আনতে সহায়ক। ইথিলীন অক্সাইড গ্যাস সংক্রমণ রোগে এবং জীবনরক্ষক ওষুধের রূপে প্রয়োগ করা হয়। এতে পরিবেশ শুদ্ধ, পবিত্র তথা অরোগ্যপ্রদ হয়। তাই

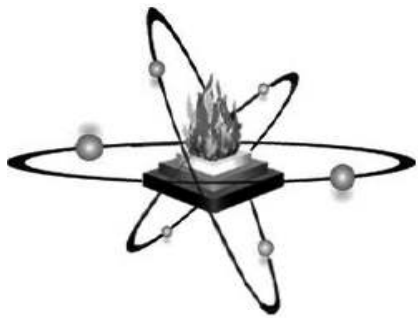

প্রাচীনকালে আমাদের পূর্বপুরুষরা, রাজা–মহারাজা, ঋষি–মুনি, সন্ত–মহাত্মা নিরন্তর অশ্বমেধ, বিষ্ণুযাগ, সহস্রকুন্ডী ইত্যাদি যজ্ঞ করতেন। এতে খুব বৃষ্টি হত ও পরিবেশ শুদ্ধ আর পবিত্র থাকত। মহামারীও ছড়াতো না।

অবকাশীয় শক্তির (cosmic energy) সংগ্রাহক :

অন্তরিক্ষে অসংখ্য তারা, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ আর অসংখ্য আকাশগঙ্গা আছে। আকাশ থেকে দিন–রাত অনেক প্রকারের শক্তির বর্ষা পৃথিবীর ওপর হতে থাকে। সেই শক্তিকে রক্ষা করার কার্য গাই এর শিং করে। গাই এর শিং এর আকার পিরামিডের মত হয়। এটা একটা শক্তিশালী 'এন্টেনা।' শিং এর সাহায্যে সকলপ্রকারের অবকাশীয় শক্তিকে শরীরে সঞ্চিত করে নেয় আর সেই শক্তি আমাদের গোঝরণ, দুধ আর গোবরের দ্বারা প্রদান করে। এছাড়া গাই এর পীঠে কুকুদ (ডিল্লা) থাকে যা সূর্যের অবকাশীয় অনেক তত্ত্বকে শরীরের দুধ, গোঝরণ তথা গোবরের মাধ্যমে আমাদের প্রদান করে। গোমুত্র অবকাশীয় শক্তির ভান্ডার।

গোমূত্র চিকিৎসা

গোমুত্র বিষাণুনাশক, রক্তবিকার ও বাত–পিত্ত–কফজনিত বিকারকে দূর করে এমন এক শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র রসায়ন দ্রব্য। এটি কায়িক, মানসিক দু–প্রকারের রোগের নাশ করে। গোঝরণ একটি প্রতিজৈবিক (অ্যান্টিবায়োটিক) যা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে। এটি শরীরে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে রোগ প্রতিকারক শক্তি বাড়ায়। এর সেবনে শরীরগত বিষ মল–মূত্র ও ঘামের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যায়।

গোঝরণ শরীরের ক্ষেত্রে আবশ্যক ভিটামিন এ, বী, সী, ডী আর ই এর পূর্তি করে। এর সেবনে প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায়। এটি কিডনী সম্বন্ধীয় রোগ দূর করে কিডনীর সক্রিয়তা আর সক্ষমতাকে বাড়ায়।

※ কোষ্ঠ নিবারক : গোঝরণ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে অন্ত্রের গায়ে জমা বহু পুরোনো মলকে দূর করে দেয়। মূত্র–ত্যাগের সময় পীড়া হওয়া, মূত্রকৃচ্ছ অথবা বার বার যাওয়া, শিথিলতার অনুভব হওয়া, এই সমস্ত অসুবিধা গোঝরণের সেবনে দূর হয় এবং স্নায়ু সক্রিয় হয়। বেশি কোষ্ঠবদ্ধতা হলে গোঝরণে দু–থেকে তিন গ্রাম ছোট হরিতকির চূর্ণ মিশিয়ে ৪৫ দিন পর্যন্ত নিরন্তর নিন। এর আধঘন্টা আগে বা পরে কিছু খাবেন না।

※ কৃমিনাশক : গোঝরণ কৃমিনাশক। ১০ থেকে ২৫ মি.লি. গোঝরণ বাচ্চাদের দেওয়াতে পেটের সব কৃমি নষ্ট হয়ে যায়। (বড়দের ৫০ মি.লি)।

✻ বদহজম-মন্দাগ্নি : মন্দাগ্নির রুগীদের আহার হজম হয় না, খিদে লাগে না, পেট ভারী লাগে। অস্থিরতা আর ক্লান্তি থাকে। মন্দাগ্নির রোগীদের ৫০ মি.লি গোঝরণে এক চামচ শুঁঠ, আধ চামচ পীপরামূল তথা দু চামচ মধু মিশিয়ে নেওয়া দরকার। এই প্রয়োগ ৪৫ দিন অবধি করুন।

✻ ব্যথা নিবারক : গোঝরণে ব্যথা নিবারক তত্ত্ব প্রচুর মাত্রায় আছে। এর উপযোগে হাঁটুর ব্যথা, কোমর ব্যথা, মাথা ব্যথা, স্নায়বিক পীড়া আদি অনেক প্রকারের ব্যথায় আরাম হয়। স্নায়ুর পীড়ায় গোঝরণের মালিশ করা হলে আরাম পাওয়া যায়। দাঁতের ব্যথায় গোঝরণ দিয়ে কুলি করলে আরাম হয়।

✻ হাঁটুর ব্যথা ও সন্ধিবাত : দু চামচ এরন্ডের তেল আর এক চামচ শুঁঠের চূর্ণ গোঝরণে মিশিয়ে মিশ্রণকে গরম করে খান, এতে কষ্ট দূর হয়।

✻ জিভের রোগ : তামাক আদির বদ্নেশা অথবা অন্য কোন কারণে স্বাদ বা রস অনুভব না করতে পারলে গোঝরণ দিয়ে কুলি করলে জিভ সচেতন হয়ে যায়।

✻ চোখ : ছেঁকে নেওয়া গোঝরণ পান করলে আর চোখে দিলে নেত্রজ্যোতি বাড়ে। চশমার নম্বর কম হয়ে যায়। চোখ থেকে জল পড়া, চোখ লাল হওয়া আদি রোগ দূর হয়। গাইয়ের ঘি চোখে লাগালে নেত্রজ্যোতি চমৎকারিক রূপে বৃদ্ধি পায়।

✻ কান : ছেঁকে নেওয়া গোঝরণ পান করলে আর কানে ঢাললে কানের নোংরা দূর হয়। পুঁজ পড়া, কানে চুলকানি হওয়া বন্ধ হয় তথা শ্রবণ-শক্তি বৃদ্ধি পায়।

✻ চর্মরোগ : গোঝরণ পান করলে আর গোময় (গোবরের রস) ও গোমুত্র মিশিয়ে মালিশ করলে রোমকূপ খুলে যায়। চর্মরোগ দূর হয়

আর ঘামের নিয়ন্ত্রণ হয়।

❋ স্থূলতানাশক : গোঝরণ বাত আর কফের নাশ করে ত্বকের নীচে জমে থাকা চর্বিকে গলিয়ে স্থূলতা কম করে। শরীরকে রোগা আর সুডোল করে। স্থূলতা অনেক রোগের মূল।

❋ কোলেস্ট্রেরেল নিয়ন্ত্রণ : গোঝরণে অনেক প্রকারের অম্ল (অ্যাসিড) ও সুপাচ্য ইউরিক ক্ষার থাকে যা অতিরিক্ত কোলেস্ট্রেরেল দূর করে রক্তকে স্বচ্ছ, জীবাণুমুক্ত তথা পাতলা রাখে।

❋ উৎকৃষ্ট জীবাণুরোধক (অ্যান্টিসেপ্টিক) : শরীরের ক্ষত গোমুত্র দ্বারা ধুলে অথবা জ্বলে যাওয়া স্থানে গোঝরণ লাগালে তা পাকে না। ক্ষতে গোঝরণের ব্যান্ডেজ করলে ওতে জীবাণুর নাশ হয়।

❋ প্রভাবশালী কীটাণুনাশক : গোঝরণে ১৬ প্রকারের অম্ল (অ্যাসিড) পাওয়া যায় যা বাতাবরণকে জীবাণুমুক্ত করে পবিত্র ও আরোগ্যপ্রদ বানায়। তাই হিন্দু ধর্মের সকল ১৬ প্রকারের সংস্কার ও ধার্মিক কার্য করার আগে গোঝরণ ও গোবরের উপযোগ করা হয়।

❋ উত্তম বিষনাশক : বিষাক্ত রাসায়নিক সার আর জন্তুনাশক ওষুধের কারণে আনাজ, শাক-সব্জী, ফল আদি বিষাক্ত হয় যাদের খেলে শরীরেও বিষ পৌঁছে যায়। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের কারণেও শরীরে বিষ উৎপন্ন হয়। এই সকল প্রকারের বিষ শরীরে জমা হয় এবং পরে ক্যান্সার আদির মত ঘাতক রোগের জন্ম দেয়। এসকল বিষের শমন করতে গোঝরণ সফল।

❋ যকৃত-রক্ষক : গোঝরণ যকৃত (লিভার) এর ক্ষেত্রে এক প্রভাবশালী ও বলপ্রদায়ক ঔষধ। যকৃত দুর্বল হলে জন্ডিসের ন্যায় রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। গোঝরণ যকৃতের রোগকে দূর করে তার কার্যপ্রণালীকে নিয়মিত করে তাকে কার্য্যশালী বানায়।

❋ গ্রন্থি ভেদন : গোঝরণে অনেক প্রকারের অম্ল (অ্যাসিড)

হওয়ার কারণে ক্যান্সারের টিউমার তা সে রক্তে হোক, মস্তিস্কে হোক বা শরীরের অন্য কোন স্থানে হোক, তাদের গলাতে সাহায্য করে। এই অ্যাসিড কিডনী অথবা মুত্রাশয়ের পাথরকেও গলিয়ে শরীর থেকে বাইরে বের করে দেয়।

※ মস্তিষ্ক বলদায়ক : গোঝরণ জ্ঞানতন্তুকে কার্যশীল আর গতিশীল বানায় যাতে স্মরণশক্তি আর বুদ্ধিশক্তির বৃদ্ধি ঘটে। এটা মস্তিষ্ককে বল প্রদান করে। অপস্মার বা মৃগীর ন্যায় মস্তিষ্কের রোগ দূর করতে গোঝরণ সহায়তা করে।

※ মধুমেহ : দিনে ৩ বার ৫০ মি.লি. গোঝরণ নিন। মিষ্টি খাবার বর্জন করুন। ভাত, আলু, ভাজা বা ঠান্ডা পদার্থ নেবেন না। সকাল–সন্ধ্যায় এক–এক ঘন্টা তীব্র গতিতে হাঁটুন তথা যোগাসন, ব্যায়াম বা সূর্যনমস্কার করুন।

※ চর্মরোগ (সোরাইসিস, দাদ–খাজ–চুলকানী) : ত্বকের রোগে গোঝরণ আর গোবর উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্বপ্রথম গোঝরণ দিয়ে মালিশ করার পর গোরুর গোবর দিয়ে মালিশ করুন। তারপর তার পুরু লেপ করে হাল্কা রোদে আধঘন্টা বসুন। পুনরায় গোঝরণের মালিশ করুন। এক ঘন্টা পরে নীমের পাতা দিয়ে ফোটানো গরম জলে স্নান করুন। সকাল–সন্ধ্যা ৫০ মি.লি. গোঝরণ পান করুন। ভোজনে টক, তেলে ভাজা খাবেন না। অল্প দিন নুন খাবেন না অথবা অল্প খাবেন।

গোঝরণ ব্যবহারে সতর্কতা

কেবল দেশী সুস্থ গাইয়ের তাজা গোঝরণেরই ব্যবহার করা দরকার। গোঝরণকে পীতল বা তামার পাত্রে রাখা উচিৎ নয়। মাটি, কাঁচ, চীনামাটি বা স্টীলের পাত্রে রাখতে পারেন। তাজা গোঝরণ ২৪ ঘন্টা

পর্যন্ত সেবন করার যোগ্য মনে করা হয়। গোঝরণের অর্ক কিছু লম্বা সময় পর্যন্ত উপযোগ করতে পারেন।

গোঝরণ অর্ক সকালে খালি পেটে জল মিশিয়ে তৎসম্বন্ধী দেওয়া নির্দেশানুসারে নিন। গোঝরণ পানের ১ ঘন্টা আগে ও পরে কিছু খাওয়া উচিৎ নয়। সেবনের মাত্রা দেশ, ঋতু, প্রকৃতি, আয়ু আদি অনুসারে পরিবর্তিত হতে থাকে। সাধারণতঃ ব্যক্তি ৫০ থেকে ১০০ মি.লি. পর্যন্ত গোঝরণ সেবন করতে পারেন।

গো-স্বাস্থ্য বর্ধিনী' উপযোগী উপচার

(ক) বাচ্চাদের শুকনো কাশি হলে গোঝরণে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। (খ) জলোদরের রুগী কেবল গোদুগ্ধ নিন। গোঝরণে মধু মিশিয়ে নিয়মিত নির্দেশানুসারে নিন। (গ) প্রসূতির পর হওয়া সূতিকা রোগে গোঝরণ নেওয়াতে লাভ হয়। (ঘ) পায়ের গোদ রোগে গোঝরণ সকালে খালি পেটে নিন। (ঙ) গোঝরণ মাথায় ভালো করে লাগান। শুকিয়ে যাবার পর ধুয়ে নিন। এতে চুল সুন্দর হয়। (চ) গোঝরণে পুরোনো গুড়, হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে পান করাতে দাদ, কুষ্ঠরোগ আর ফাইলেরিয়াতে লাভ হয়। (ছ) উচ্চ রক্তচাপে (হাই ব্লাডপ্রেশার) রোজ ৫০ গ্রাম গোঝরণ সকাল-সন্ধ্যা নিন। (জ) ১ থেকে ৩ গ্রাম মোচার রস মিশ্রীযুক্ত দুধের সাথে সেবন করলে স্বপ্নদোষ দূর হয়। (ঝ) পানীফল জলে ঘুলে নরম তালের মতো বানিয়ে দুধে মিশিয়ে পান করলে শক্তি বাড়ে। মাত্রা বড়দের জন্য : ১ থেকে ৩ গ্রাম ও বাচ্চাদের জন্য : ০.৫ গ্রাম।

❋ গোদুগ্ধ : গোদুগ্ধ পৃথিবীর অমৃত। এটা সম্পূর্ণ আহার, তার সাথে অমূল্য ঔষধিও বটে। ছোট থেকে শুরু করে বয়স্ক-বৃদ্ধ সকলের ক্ষেত্রে এটা উপযোগী। এটা বল, বুদ্ধি, স্মৃতি ও রক্তবর্ধক, আয়ু বৃদ্ধিকারী রসায়ন। 'চরক সংহিতা'য় আছে : **প্রবরং জীবনীয়ানাং**

ক্ষীরমুক্তং রসায়নম্ অর্থাৎ **'গোদুগ্ধ জীবনশক্তি বৃদ্ধিকারী শ্রেষ্ঠতম রসায়ন।'** এতে রোগপ্রতিকারক শক্তি বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধি কুশাগ্র হয়।

✻ **গোদধি :** গাইয়ের দইতে উৎপন্ন সূক্ষ্ম জীবাণু অন্ত্রে খারাপ জীবানুর উৎপন্ন হওয়াকে আটকায়। এর ঘোল বানিয়ে উচিত মাত্রায় সেবন করলে খিদে ও পাচনশক্তি বৃদ্ধি পায়। ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও দই এক প্রভাবশালী ঔষধ।

✻ পরম পবিত্র পঞ্চগব্য ✻

পঞ্চগব্য গাই এর দুধ, দই, ঘী, গোমূত্র আর গোবরের রসকে এক নিশ্চিৎ অনুপাতে মিশিয়ে তৈরি হয়। পঞ্চগব্য মনুষ্যের শরীরকে শুদ্ধ করে সুস্থ, সাত্ত্বিক ও বলবান বানায়। এর সেবনে শরীর-মন-বুদ্ধির বিকার দূর হয়ে আয়ু, বল আর তেজের বৃদ্ধি হয়। নিম্নলিখিত মন্ত্রের তিন বার উচ্চারণের পশ্চাৎ খালি পেটে সেবন করা দরকার। পঞ্চগব্য সেবনের মন্ত্র :

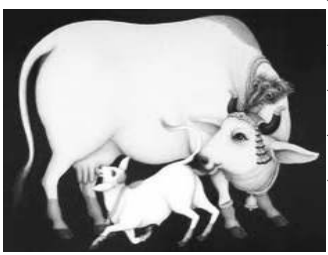

যৎ ত্বগস্থিগতম পাপম্ দেহে তিষ্ঠতি মামকে।
প্রাশনাৎ পঞ্চগব্যস্য দহত্বগ্নিরিবেন্ধনম্।।

।। গো-সংস্কৃতি ।।

চাষবাস, গোপালন, বাগান বানানো আর এই তিনের সাথে যুক্ত উদ্যোগের (কাজকর্ম) ওপর প্রতিষ্ঠিত এক জীবন ব্যবস্থা। গো-সংস্কৃতি আসলে বহুমুখী কৃষি প্রণালীর ওপর প্রতিষ্ঠিত এক জীবনব্যবস্থা।

✻ গৌ-সংস্কৃতি আধুনিক বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক স্থাপনা আর আবিষ্কারের আধারভূত তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

✻ এই জীবনশৈলী প্রাকৃতিক পরিবেশের বিশুদ্ধতার সাথে ন্যুনতম ক্ষতি করে অর্থাৎ যত প্রাণী-পশু, পাখী, জল, জীব, জীবাণু আদি

আছে তার সাথে আপন সামঞ্জস্য করে জীবনধারণের কলা।

❋ গোবর তেজস্ক্রিয় বিকিরণকে শোষণ করে এবং ইন্ধন সারেরও আপূর্তি করে।

❋ গোসেবা কেন্দ্রিত জীবন-পদ্ধতি, গোশালা কেন্দ্রিত গ্রামোদ্যোগ আর গোচর কেন্দ্রিত কৃষিতে স্থায়ী, সমগ্র ও সন্তুলিত বিকাশ সম্ভব।

❋ আধ টন ওজনের গাই দিনে-রাতে ১২শো ওয়াটের উষ্ণতা প্রদান করে। গোবংশ প্রায় ৩০ হাজার মেগাওয়াটের ন্যায় শক্তি উৎপন্ন করে। গাইদের আশ্রয়স্থল গোশালা যা শক্তির কেন্দ্র হতে পারে।

❋ গোধনে বিকশিত ধান্য আর ধন মানবতাকে হৃদয়হীন ও জড় হওয়া থেকে বাঁচায়।

❋ আধুনিক সভ্যতা প্রাকৃতিক সম্পদার অবিচারে দোহন করছে। গত ৫০-৬০ বছর ধরে সারা বিশ্বের পরিবেশ খারাপভাবে প্রদুষিত হয়েছে। বিশ্বের সকল প্রবুদ্ধ বৈজ্ঞানিক এই অবস্থার জন্য চিন্তিত।

গো আধারিত কৃষি

(ক) রাসায়ানিক সারের উপযোগ খেতের মাটি গঠনের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে আর দীর্ঘকাল এর ব্যবহারে জমির উৎপাদন ক্ষমতা হারায়।

(খ) আধুনিক কৃষি প্রণালীতে রাসায়নিক কীটনাশকেরও এই ভূমিকা। শস্য, ফল আর সব্জীর উৎপাদনে এর অল্প লাভ তো হয়,

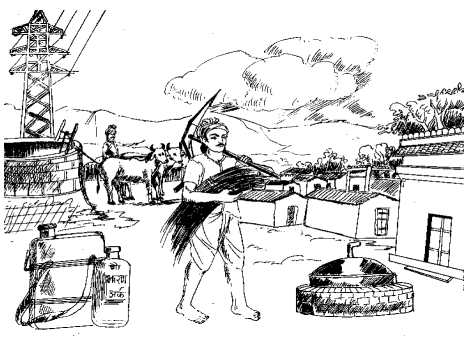

কিন্তু দিনের পর দিন এর প্রয়োগে স্থানীয় পরিবেশ অর্থাৎ মাটী, জল আর বায়ুকে দূষিত করে দেয়। এই প্রক্রিয়া ঘুরে ফিরে আশে–পাশের সকল প্রানী–মনুষ্য, পালিত পশু, কীট পতঙ্গ আর খেতের মাটির জীবাণুর ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

(গ) পারম্পরিক অর্থাৎ প্রাচীন কৃষি পদ্ধতিতে গাইয়ের গোবরের উপযোগ জ্বালানির জন্য ঘুঁটে বানানোয় অথবা চাষের জন্য সার (খাদ) তৈরিতে হয়। আজ আমাদের গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট, জৈবিক কম্পোস্ট সার, ব্যাটারী উৎপ্রেরক আর কেঁচোর সার ইত্যাদিতে অত্যধিক উপযোগ করা দরকার।

(ঘ) গোরসের আগে নামমাত্র উপযোগ করা হত কিন্তু আজকাল গোমুত্র ও দধি চিকিৎসা আর গোময় চাষের জন্য খুব লাভকারী সিদ্ধ হয়েছে।

(ঙ) ডিজেল আর পেট্রলের দাম দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতে ট্র্যাক্টর থেকে অধিক চাষ আর ট্রাকের থেকে অধিক মাল বইতে বলদের মাধ্যমে আত্মনির্ভর হওয়া যেতে পারে।

(চ) কৃষি ক্ষেত্রে গোমুত্র ও গোবরের সার এক প্রাকৃতিক ঔষধি। যাতে ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই পদ্ধতি ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে।

(ছ) গোমুত্রকে যখন অর্ক, নীম বা তুলসী আর অধিক মাত্রায় জল মিশিয়ে ফোটানো হয় তখন তা শুদ্ধ কীটনাশকের রূপে প্রয়োগ করা হয়।

গোহত্যা বন্ধে আমাদের কি যোগদান হবে ?

❋ গাই থেকে প্রাপ্ত দুধ, দই, ঘি, গোঝরণ, গোঝরণযুক্ত ফিনাইল এবং গোময় থেকে উৎপন্ন বস্তুদের আমরা আমাদের দৈনিক জীবনের আবশ্যকতা বানিয়ে নিই। গাই থেকে প্রাপ্ত এই সকল বস্তুর অধিকাধিক উপযোগ করাও গাইয়ের সেবা।

❋ রোজগারের অবসর দেওয়ার দৃষ্টিতে গোপালন সবথেকে ভালো সাধন। গো আধারিত উদ্যোগ : ফিনাইল, ধূপবাতি, ধূপকাঠি, অন্ন সুরক্ষা সাবান, মশা নিরোধক কয়েল, গোময় শ্যাম্পু, বাসন মাজার পাউডার, গোরস ভান্ডার, গোবর গ্যাস প্লান্ট ইত্যাদি।

❋ গাইদের কসাইদের হাতে একদম বেঁচবেন না। গাইয়ের চামড়া দিয়ে তৈরি বস্তু যেমন জুতো, টুপী, বেল্ট, পার্স আদির ব্যবহার একদম করবেন না।

❋ আমাদের হিন্দু সংস্কৃতিতে এই নিয়ম ছিল যে ভোজনের পূর্বে গাইয়ের জন্য আলাদা করে ভোজন রাখা হত, যাকে আমরা ভুলে গেছি। তাই আজ থেকে আমরা যেন নিয়ম করি যে প্রত্যেক ঘরে ভোজন তৈরি হবার পর গাইয়ের জন্য আলাদা করে রাখা হবে।

❋ গো-গ্রাস খাওয়ানোর আগ্রহ রাখুন। চাষি-পরিবার তথা যার কাছে জায়গা আছে তারা গোপালন করে গোসেবার পুণ্য ও স্বাস্থ্যলাভ-অর্জন করুন।

গোমাতার দুর্দশা দেখে তার রক্ষার্থে ভারতের মনীষীরা অনেক বলিদান দিয়েছেন। পূর্বকালে করপাত্রী মহারাজ, সন্ত প্রভুদত্তজী ব্রহ্মচারী, আচার্য্য বিনোবা ভাবে আদি অনেক সন্ত-মহাত্মা ও সমাজ-সেবক গোবধ বিরোধী আন্দোলন চালিয়েছেন।

বর্তমানে গোরক্ষা ও দেশের সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে বাঁচাতে 'সংস্কৃতি রক্ষক সংঘ' ক্রান্তির শঙ্খনাদ করেছে। আসুন, আমরা এক সাথে মিলে গাই ও সংস্কৃতির রক্ষার জন্য এগিয়ে যাই।

গোমাংস ভক্ষণের ভীষণ-দুষ্পরিণাম

(১) গোমাংস এক ঘাতক বিষাণু **COLI-0157-H-7** কে শরণ দেয় যাতে ভোজন সম্পূর্ণ বিষাক্ত হয়ে যায়।

(২) গোমাংসে ডায়োক্সিন **(DIOXIN)** নামক বিষাক্ত অর্গানিক **(Organic)** রসায়ন পর্যাপ্ত মাত্রায় থাকে, যাতে ক্যান্সার, এন্ডোমীটিরিয়োসিস **(Endometrisis)**, অক্ষমতা **(Deficit)**, নিরন্তর ক্লান্তি, নাড়ীরোগ, রক্তবিকার তথা রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতার হ্রাস আদি অনেক রোগের জন্ম হয়।

(৩) গোমাংস ও মজ্জা ভক্ষণে **B.S.E., C.J.D.** র ন্যায় ঘাতক ও ভয়াবহ প্রাণঘাতী রোগ জন্ম নেয়। **B.S.E., C.J.D** এর কোন চিকিৎসা নেই আর এটা AIDS এর ন্যায় ঘাতক। **B.S.E.** মস্তিষ্কের আর **C.J.D** এর ন্যায় রোগ পরিবারে বংশানুগত রূপে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়ে যায়। এই প্রকারে গোমাংস ভক্ষণে সেই বংশই সমাপ্ত হয়ে যায়।

(৪) গোমাংস ভক্ষণে মানব শরীরে প্রোস্টেগলেন্ডীন নামক হরমোন উৎপন্ন হয় যার কারণে হৃদয়রোগ আর পক্ষাঘাতের ন্যায় প্রাণঘাতী রোগের জন্ম দেয়।

(৫) গোমাংসে দীর্ঘ কার্বন শৃঙ্খলাযুক্ত প্রোটীন থাকে, গোমাংস ভক্ষক-বাত রোগ আর সন্ধি বাতের বেদনার শিকার হয়ে যান।

(৬) ইউনানী চিকিৎসার অনুসন্ধানে জানা গেছে যে গোরুর মাংস খাওয়াতে পাগলামো, টিউমার আর কুষ্ঠ আদি রোগ হতে পারে।

(৭) হৃদয় রোগের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেন যে গাই আদি পশুর মাংস হঠাৎ হৃদয়গতি বন্ধ হওয়ার ভুমিকা নেয়।

গাইয়ের বৈজ্ঞানিক মহত্ত্ব ও তত্ত্ব

(১) এক মহান রুশী বৈজ্ঞানিক শিবোরিচের অনুসারে গাইয়ের দুধে ''আণবিক বিকিরণ'' আটকানোর ক্ষমতা আছে।

(২) গাইয়ের গোবরে ঘর লেপন করলে (হানিকারক) বিকিরণের প্রতিরোধ হয়।

(৩) সূর্যের গোকিরণকে শোষণ করার ক্ষমতা একমাত্র গাইয়ের আছে। গোরুর দুধে সুবর্ণক্ষার পাওয়া যায়।

(৪) গাইয়ের চলার আওয়াজে স্বাভাবিকই সকল মানসিক দুর্বলতা এবং রোগ দূর হয়ে যায়।

(৫) মাদ্রাসের প্রসিদ্ধ ডা. কিংগ এর অনুসারে গাইয়ের গোবরে আন্ত্রিকের জীবাণু নষ্ট করার শক্তি আছে।

(৬) ক্ষয়রোগের রোগীকে যখন গোয়ালে রাখা হয় তখন গোরুর গোবর আর গোমুত্রের সুগন্ধে তার চিকিৎসা হয়।

(৭) এটা সিদ্ধ হয়েছে যে গোমুত্রে তামা থাকে যা মনুষ্য শরীরে যেতেই সোনায় পরিণত হয় যা রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

(৮) গাইকে পৃথিবীর সবথেকে বড় বৈদ্যরাজ (চিকিৎসক) মনে করা হয়।

প্রসঙ্গ :

✲ গোসেবা সংস্করণ (গীতাপ্রেস গোরখপুর) ✲ চিত্রময় চেতাবনী – সত্যনারায়ণ মৌর্য ✲ গোবধ ভারতের কলঙ্ক এবং গাইয়ের মাহাত্ম্য, লেখক – হনুমান প্রসাদ পোদ্দার ✲ লোক কল্যাণ সেতু অঙ্ক : ৬২ ✲ গো-বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ-সুরভি শোধ সংস্থান ✲ গোঝরণ মহৌষধি : রাজস্থান গোসেবা কমিটি ✲ protection of cow - clan ✲ গোরক্ষা – রাষ্ট্ররক্ষা, গোসেবা – জনসেবা, লেখক – গৌরীশংকর ভারদ্বাজ ✲ রাষ্ট্রের অর্থতন্ত্রের মেরুদণ্ড গৌশালা – শান্তি কুঞ্জ, ✲ গৌপালন এবং গৌশালা প্রবন্ধন সংদর্শিকা (শান্তি কুঞ্জ, হরিদ্বার)

বাৎসল্যময়ী মা গোমাতা

১৮৫৭ এর বিপ্লব - গো-হত্যার বিরোধ

গো-হত্যা বন্ধে আমাদের কি কর্তব্য ?

- গাইদের অধিক থেকে অধিক পালন করো তথা অন্য লোকেদেরও প্রেরণা দাও।
- যে ঘরে গাই নেই, গাইয়ের সেবা পূজা নেই, সেই ঘর ঘর নয় শ্মশান।
- অপরিচিত ব্যক্তি অথবা কসাইদের পশু বেচবে না। গোবংশকে বাইরে একলা ছাড়বে না।
- যথাসম্ভব গাইয়ের দুধ, ঘোল, ঘী আদির সেবন করো, তার যতই মূল্য হোক।
- যে গাই দুধ দেয় না সেও অনেক উপযোগী। গো-আধারিত উদ্যোগ শুরু করা হোক।

গো-আধারিত উদ্যোগ

কৃষি উদ্যোগ

কেঁচো সার

গো কিটনাশক ঔষধ

গোবর গ্যাস

গোময় রূপ নিখার (ফেস প্যাক)

গো ধূপবাতি

পঞ্চগব্য ঘৃত

গো সাবান

গোমূত্র অর্ক

গো ফিনাইল

ব্যথানাশক তেল

গো লোশন

গোময় মলম

কামধেনু শ্যাম্পু

[illegible] গোমূত্র বটী দুধ, দই, মাখন, ঘোল, ঘী, মিষ্টি

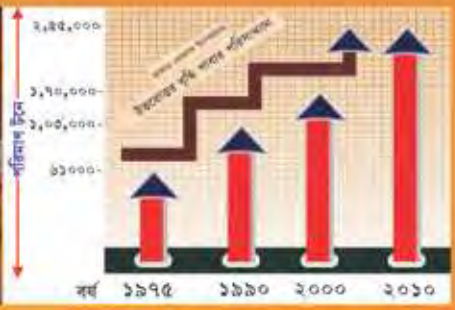

- ১৯৫১ সালে প্রতি ১০০০ জনে ৪৩০ পশু ছিল তা আজ মাত্র ২০ তে এসে দাঁড়িয়েছে।
- স্বাধীনতার আগে ভারতে ৩০০ কসাইখানা ছিল। আজ ৩৬,০০০ এর বেশি বৈধ তথা ৩০,০০০ এর বেশি অবৈধ কসাইখানা চলছে।
- দেবনার (মুম্বাই) কসাইখানা এশিয়ার সবথেকে বড় কসাইখানা।
- কসাইখানায় প্রতি বছর ২৭,৪৬,০০০ পশুকে হত্যা করা হয়।
- ভারত সরকারের প্রতি বছর ৩৫ লাখ টন গোমাংস রপ্তানি করার যোজনা আছে। এই যোজনা শুরু হলে ভারত বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় রপ্তানিকর দেশে পরিণত হবে।
- ও হত্যা করা গাইদের চীৎকারে পৃথিবীর রক্ষাকবচ ওজন স্তরে ২ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের ছিদ্র হয়ে গেছে, যার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।
- ও ভূমিকম্প, সুনামী, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ হল মৃত্যুপথযাত্রী গাইদের চীৎকার।
- ও গোহত্যা এই প্রকারে চলতে থাকলে ২০২০ পর্যন্ত প্রলয় সম্ভব। শীঘ্র গোহত্যা আটকানো উচিত।
- ও গো-সংস্কৃতি, গো-আধারিত কৃষি বিজ্ঞানকে উৎসাহ ও গো-হত্যা আটকানো খুব প্রয়োজন।
- ও গোরুর দুধ, দই, ঘী, গোবর, গো-মূত্র দ্বারা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ও বিবিধ রোগের উপচার সম্ভব।
- ও গো-মাংস ভক্ষণের ভীষণ পরিণাম ও তার থেকে হওয়া রোগের উপচার অসম্ভব।

এই পুস্তক জনহিতে প্রচারিত। যে কেউ ছাপিয়ে বা আনিয়ে বিতরণ করতে পারো। এই দেশের সেবাকার্য যে কেউ করতে পারে। খাঁটি দেশভক্ত দেশহিতে অবশ্য করবে। আমাদের এই বিশ্বাস।

সংস্কৃতি রক্ষক সংঘ

আধ্যাত্মিক ভারত নির্মাণ

মুখ্যালয় : শাস্ত্রী নগর, দিল্লী - ১১০০৩১. ফোন : ০১১-৩২৩৭৪১২৬.

info@srsinternational.org www.srsinternational.org